W. B. HUMAN RIGHTS
COMMISSION
KOLKATA - 91

NOTE SHEET

151/WBHRC/SMC/17.

24-04-2017

Enclosed is the news clipping of 'Ei samay', a Bengali daily dated 21st April, 2017, the news item is captioned "স্কুল শিক্ষকের বেধড়ক মারে হাসপাতালে ছাত্র"

Report may be called for from D.I. of Schools for the time being. Cognizance in this case is necessary because the injury may cause a long term damage. In that case the question of redressal of the victim may be necessary. Repetition of such incidents has also to be discouraged.

The D.I. of Schools, Howrah is directed to furnish a detailed by 30th May, 2017.

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

(Naparajit Mukherjee)
Member

(M.S. Dwivedy)
Member

Encl : News Item dt.21-04-2017.

Ld. Registrar to keep NHRC posted about cognizance taken on the subject by WBHRC.

স্কুলশিক্ষকের বেধড়ক মারে হাসপাতালে ছাত্র

এই সময়, বালি: জল খেতে যাওয়ায় অসুস্থ ছাত্রের পরীক্ষার খাতা জমা দিতে দেরি হয়েছিল। তাতে বেজায় খেপে যান শিক্ষক। আর নিজের মেজাজ সামলাতে না পেরে তিনি দুমাদুম দু-চার ঘা কষিয়ে দেন সপ্তম শ্রেণির ছাত্রের উপর। শিক্ষকের মারের চোটে স্কুলেই অসুস্থ হয়ে পড়ে ছাত্র। এমনকি, সেখানেই সংজ্ঞা হারায় সে। এর পর ঘটনাটি কানে গেলে শুশ্রূষা করিয়ে সেই ছাত্রকে বাড়ি পাঠান প্রধান শিক্ষক। কিন্তু স্কুলের বাইরে এসেও ফের অসুস্থ হয়ে পড়ে কিশোর। স্থানীয়রাই তাকে পৌঁছে দেন বাড়িতে। শেষমেশ অবশ্য মারের চোটে ঘায়েল ছাত্রকে ভর্তি করতে হয়েছে হাসপাতালে।

প্রহৃত বিশ্বজিৎ

এই ঘটনায় উত্তেজনা ছড়ায় বাঁকড়ার মিশ্রপাড়ায়। ১৭ এপ্রিল, গত সোমবার ঘটনাটি ঘটে জগাছার সাতাশি হাইস্কুলে। অভিযোগ, ওই স্কুলের শিক্ষক রামপ্রসাদ মণ্ডলের বিরুদ্ধে। ছাত্রের অভিভাবকরা জানান, সে দিন স্কুলে ছিল প্রথম সামেটিভ অঙ্ক পরীক্ষা। গায়ে জ্বর নিয়ে পরীক্ষা দিতে যায় বাঁকড়া মিশ্রপাড়ার সন্তোষ মল্লিকের ছেলে সপ্তম শ্রেণির ছাত্র বিশ্বজিৎ মল্লিক। পরীক্ষার নির্দিষ্ট সময়ের পর ছাত্রটি খাতা জমা না করে জল খেতে যায়। জল খেয়ে ফিরতেই তার উপর চড়াও হন শিক্ষক। ছাত্রের কথা না শুনেই কিল-চড়-ঘুসি মারতে শুরু করেন তাকে।

বিশ্বজিতের বাবা, সন্তোষ মল্লিক পেশায় পেশায় দিনমজুর। প্রয়োজনে ভ্যান রিকশাও চালান তিনি। সব কিছু জানিয়ে জগাছা থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন ছাত্রের অভিভাবকরা। অভিযোগের প্রতিলিপি দেন বাঁকড়া ফাঁড়িতেও। কান ও মাথায় যন্ত্রণা থাকায় বিশ্বজিতের সিটি স্ক্যান করা হয়েছে।

ওই স্কুলের পরিচালন সমিতির সভাপতি নিমাই পণ্ডিত বলেন, 'অত্যন্ত অন্যায় কাজ করেছেন ওই শিক্ষক। পরের দিন ছাত্রটিকে সঙ্গে নিয়ে শিক্ষকের সঙ্গে দেখা করে কথা বলতে এসেছিলেন তার মা-বাবা। তাঁদের কথা বলতে না দিয়ে সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, শ্রাবন্তী দেবনাথ, রিয়া হালদারের মতো স্কুলের অন্য কয়েক জন শিক্ষক-শিক্ষিকা ঝাঁপিয়ে পড়ে হম্বিতম্বি করতে থাকেন।' তাঁদের ধমক-হুমকির চোটে ফের সেখানে অসুস্থ হয়ে পড়ে বছর বারোর বিশ্বজিৎ। এর পর বাড়িতেও অসুস্থ হয়ে পড়ায় বুধবার রাতে তাকে হাওড়া জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

জগাছার সাতাশি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সমীরকুমার পাল বলেন, 'সোমবার পরীক্ষা শুরু হয়। ছাত্রটি এসে বলে, স্যর আমায় মেরেছে। আমি ওকে কিছুটা শুশ্রূষা করে বাড়ি পাঠাই। পরে আবার অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। ছাত্রদের মারধর করা শিক্ষকের কাজ নয়। আমি বহু বার শিক্ষকদের সতর্ক করেছি। কিন্তু অনেক শিক্ষকের ঔদ্ধত্য সীমাহীন। তাঁরা কাউকে মানেন না। অভিভাবকদের সঙ্গেও দুর্ব্যবহার করেন। ওই ছাত্রের বাবা-মা দেখা করতে এলেও আমার সঙ্গে দেখা করতে না দিয়ে নিজেরা দুর্ব্যবহার করে তাঁদের তাড়িয়ে দেন। একটি গরিব পরিবারের ছাত্রের সঙ্গে এই আচরণ অন্যায়।'